আল্লাহর পথে আহবানের কৌশল

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "আল্লাহর পথে আহবানের কৌশল"।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন।

১। যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, ঐ ব্যক্তির চেয়ে সুন্দর কথা আর কে বলে?

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, 'আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।' সূরা হামিম আস সাজদা- আয়াত নং ৪১ঃ ৩৩

২। মন্দকে দূরীভূত করো সর্বোত্তম (আচরণ) দিয়ে।

وَلاَ تَسْتَوِى اَلْحَسَنَةُ وَلاَ اَلسَّيِّئَةُ اَدْفَعْ بِاَلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا اَلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যাহার শত্রুতা আছে, সে হইয়া যাইবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। সূরা হামিম আস সাজদা- আয়াত নং ৪১ঃ ৩৪

৩। সবর অবলম্বনকারীদের এগুণের অধিকারী করে তৈরী করা হয়।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ اَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّاهَآ إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকেই, যাহারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদেরকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান। সূরা হামিম আস সাজদা- আয়াত নং ৪১ঃ ৩৫

৪। দাওয়াতি কাজ করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاَسْتَعِذْ بِاَللهِ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

যদি শয়তানের কমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সূরা হামিম আস সাজদা- আয়াত নং ৪১ঃ ৩৬

৫। মন্দের মোকাবেলায় তাই করো যা সর্বোত্তম।

اَدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ اَلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾

মন্দের মুকাবিলা কর যাহা উত্তম তাহা দ্বারা; উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। সূরা আল মুমিনুন- আয়াত নং ২৩ঃ ৯৬

৬। হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভুর পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও।

اَدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِاَلْحِكْمَةِ وَاَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاَلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিক্‌মত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদের সঙ্গে তর্ক করিবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কাহারা সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত। সূরা আল নাহল- আয়াত নং ১৬ঃ ১২৫

৭। তবে তোমরা যদি সহনশীল হও, সহনশীলদের জন্য সেটা উত্তম।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হইয়াছে। তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করিলে ধৈর্যশীলদের জন্য উহাই তো উত্তম। সূরা আল নাহল- আয়াত নং ১৬ঃ ১২৬

৮। সহনশীল হও, কারণ তোমার সহনশীলতা তো আল্লাহর সাহায্যেই পেয়েছো।

وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاَللهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। উহাদের দরুন দুঃখ করিও না এবং উহাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হইও না। সূরা আল নাহল- আয়াত নং ১৬ঃ ১২৭

৯। সৌজন্যমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না।

وَلاَ تُجَادِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلاَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সঙ্গে বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদের সঙ্গে করিতে পার, যাহারা উহাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী। এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।' সূরা আন কাবুত- আয়াত নং ২৯ঃ ৪৬

১০। ক্ষমাশীলতা অবলম্বন করো, উত্তম কাজের আদেশ দাও।

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে এড়াইয়া চল। সূরা আল আ'রাফ- আয়াত নং ৭ঃ ১৯৯

১১। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর শরণ লইবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সূরা আল আ'রাফ- আয়াত নং ৭ঃ ২০০

১২। শয়তানের কুমন্ত্রণার সময় আল্লাহকে স্মরণ করলে তাকওয়া সম্পন্নদের চোখ খুলে যায়।

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

যাহারা তাক্ওয়ার অধিকারী হয় তাহাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষনাৎ তাহাদের চোখ খুলিয়া যায়। সূরা আল আ'রাফ- আয়াত নং ৭ঃ ২০১

১৩। শয়তানের সঙ্গী-সাথীরা তাদের টেনে নিয়ে যায় বিপথগামিতার দিকে।

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

তাহাদের সঙ্গী-সাথিগণ তাহাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া নেয় এবং এ বিষয়ে তাহারা কোন ত্রুটি করে না। সূরা আল আ'রাফ- আয়াত নং ৭ঃ ২০২

১৪। (হে মুহাম্মদ) এটা আল্লাহরই রহমত যে তুমি তাদের প্রতি কোমল।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে ; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদের ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজেকর্মে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে, যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ তাহাদের ভালবাসেন। সূরা আলে ইমরান- আয়াত নং ৩ঃ ১৫৯

রাসুল সাঃ কোন সাহাবীকে কোথাও পাঠালে নির্দেশ দিতেন:

بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا -

সুসংবাদ দাও, ঘৃণার সঞ্চার করো না, অন্যদের জীবন সহজ করো, কঠিন করো না।

রাসূল (সা:) এর ভাষায় তাকে আল্লাহর দেয়া নির্দেশাবলী-

আমার রব আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই ইনসাফের কথা বলি, যে আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়ি, যে আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাকে তার অধিকার দান করি, যে আমার প্রতি জুলুম করে, তাকে মাফ করে দিই।

সুতরাং ইসলামের পথে আহবায়কের গুনাবলী:

(১) কোমল স্বভাব, সহিষ্ণু ও উদার হৃদয়। সাথীদের প্রতি স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের জন্য দয়াদ্র, বিরোধীদের প্রতি সহিষ্ণু।

(২) দাওয়াত কারীরা দার্শনিক তত্ত্ব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনার পরিবর্তে সহজ সরল সৎকাজের নির্দেশ দেবেন। এই কর্মকৌশলের বদৌলতে নবী সাঃ ও সাহাবীরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এবং নিকটবর্তী দেশগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ১০০, ৯০ ও ৮০ ভাগ।

(৩) সৎকাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা জরুরী, সেখানে শত উস্কানী সত্বেও মূর্খদের সাথে কোন প্রকার সংঘর্ষ ও বিরোধে জড়িয়ে না পরা অপরিহার্য।

(৪) বিরোধীদের জুলুম, নির্যাতন ও অনিষ্টকর কার্যকলাপের কারণে যখনই মানসিক উত্তেজনা অনুভব করবে, তখনই বুঝতে হবে এটা শয়তানের উস্কানী। সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

অতএব প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা নিজেরা আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান মেনে চলার সাথে সাথে অন্যদেরকেও এগুলো পালন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য।

এই দাওয়াতী কাজ করতে আমাদের যে সমস্ত গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন, তা উপরে বর্ণিত কোরআনের আয়াতে ও রাসুলের হাদিসে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমল ও দাওয়াতী কাজ কবুল করুন। হে আল্লাহ! মেহেরবানী করে বর্তমানের এই কঠিন COVID-19 এর পরিস্থিতির কারণে আমরা যে মুসিবতের মধ্যে রয়েছি, সেগুলো থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমাদের উপর রহমত বর্ষন করুন। আমাদের আমলে ও দাওয়াতি কাজে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।